‘ফেলে গেছে হায় এই কিনারায়...

(প্রয়াত প্রকৌশলী মুক্তিযোদ্ধা খ. ম. ফারুক ও সাকীর জন্য)

দিলরুবা শাহানা

সে গেছে চলে
কষ্টহীন অনায়াসে
‘অমল ধবল’* বেশে
অচেনা অমরায় মিশে।
‘ফেলে গেছে হায়
এই কিনারায়’**
তার শ্রম ঘাম
আর ত্যাগ তিতিক্ষায়
সৃজিত সব অর্জন।
বিস্ময় জাগে
শেষ যাত্রায়
বিচিত্র সমাবেশে
শিক্ষক শ্রমিক
বন্ধু সাথী
এসেছিল ভালবেসে।
একদা কোনক্ষণে
নিষ্ঠায় নিবেদিতপ্রাণে
ধ্বংসমৃত্যুর উড়িরচরে***
সর্বহারা চাষীর ঘরে
মাস ছয় করে বাস
তাদের হাতেতে রেখে হাত
প্রকৌশলী সড়ক নালার
করে গেছে উদ্ধার।

তুমি বসে আছ খোলা চুলে
হাটুতে মুখটি রেখে,
নাকি বালিশে মাথা গুজে?
যেভাবেই আছ জানি
নীল নীল নীল ব্যথা
ছেয়ে আছে তব ভূবনখানি।
সোনার বরন অরুণ কিরণ
মেঘের ফাঁকে ছুঁয়েছে আনন
ব্যথা বয়ে জেগে থাকো
ব্যথা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়।
এভাবেই ধীরে দিন যাবে
মাস যাবে, বছরও কাটবে
শুধু পলে পলে অনুক্ষনে
সে রবে নীরবে
তোমার হৃদয় মননে।
প্রার্থনা শুধু আজ
শোক তব শক্তি হয়ে
কর্মময় জীবনতরী যাবে বেয়ে।

*রবীন্দ্ররচনা থেকে শব্দগুচ্ছ ও
**পংক্তিটি ঈষৎ পরিবর্তিত করে ব্যবহৃত।
***আশির দশকে ঝড়ে বিধ্বস্ত উড়িরচরে ক্ষেতমজুরদের সাহায্য করতে মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী খ. ম. ফারুকের কাটানো সময়